নিষিদ্ধ ইশতেহার

আফসানা কিশোয়ার

উৎসর্গ

যারা কবিতার জন্যে বাঁচে

কবিতাক্রম

১/ নিত্য ভীতি,কষ্টের পঙক্তি
২/ সিমি, ক্ষমা করিস দোস্
৩/ প্রলম্বিত স্বপ্নেচ্ছা
৪/ অনন্ত-নরক
৫/ আত্মকথন
৬/ মুখ ও মুখোশ
৭/ My Best Friend's Wedding
৮/ বাসন্তী রাতে, নগ্নতার সাথে
৯/ নিজের জন্যে বাঁচা
১০/ হে যুবক
১১/ মনে পড়ে
১২/ মেয়ে, তোকে বলি...
১৩/ কর্পোরেট কালচার
১৪/ অভিযোজন
১৫/ বৃষ্টি হোক আজ
১৬/ নৈমিত্তিক পরাজয়
১৭/ ফিরে চাই
১৮/ নিষিদ্ধ ইশতেহার
১৯/ ছোটগল্প
২০/ তুলে নিলাম
২১/ পলায়ন
২২/ হারানো দিনের টানে
২৩/ অনলগাথা
২৪/ সুখী হবার টিপস্
২৫/ তোমার মতো কেউ পারে না
২৬/ মেঘ-কিশোরী
২৭/ মায়ায়, শরবাণ...
২৮/ যা সচরাচর হয়ে থাকে
২৯/ প্রজ্বলন

*****২০০৫ এ সবুজ অঙ্গন সাহিত্য সংকলনে সংকলিত। সেই ২০০৩-০৪ এ লিখা কবিতা এগুলো। বই এর কপি সেভাবে নেই। কবিতা বেশিরভাগ মানুষেরই পছন্দ না। যারা পছন্দ করে তাদের জন্য।**

নিত্য ভীতি, কষ্টের পঙ্‌ক্তি

তুই তো ভোগ্যপণ্য
বখাটে নরের জন্য,
তোর বয়স ফ্যাক্টর নয়-
নারী হলেই হয়।

তোর নেই শৈশব,
থাকবে না কৈশোর;
কোথাও নিশ্চিন্তি নেই-
হোক তা বাহির বা ঘর ।

তোর জন্যে নির্ধারিত,
আঁধার-হুমকি অবিরত;
এসিড-ধর্ষণ-যৌতুক
জ্বালাবে তোর বুক।

কিভাবে বাঁচাই তোকে মেয়ে?
নিরাপত্তার আশে থাকব
কার পানে চেয়ে?
তৃষা গেছে,তুইও যাবি,
বল্ তো মা কার কাছে
জানাই তোকে বাঁচানোর দাবী?

ঐ আকাশে মরা ঈশ্বর
আছেন বেঁধে ঘর,
তার কাছেই অগত্যা চাই
যে কোন বয়সী "নারী"-
নিরাপত্তা তোর।

*গাইবান্ধার তৃষার মৃত্যুর প্রেক্ষিতে এই লেখা।

সিমি,ক্ষমা করিস দোস্

'ওলো সুন্দরী,কই যাও,
কিসের এত তরা?
দাঁড়াও না একটু,
তোমার ওড়না যাক্ ধরা ...'
আব্রুতে এভাবে টান
দিন দিন প্রতিদিন
কোমল শিল্পী মন সঙ্গীন
হতমান, কাঁদে প্রাণ।
সমাজ-আইন বলে,-
'তুই খারাপ,তোর সঙ্গেই
কেন এতো কিছু হয়,
হয় কি এমন তুই ভালো হলে?'
আর তো যায় না সহন
তুলি ফেলে মেয়ে তাই মৃত্যু চুমে যায়।
জনারণ্যে শেষ চিঠিতে 'নারীর নিরাপত্তা চায়'।
সিমি বানু এভাবে কওে যন্ত্রণার শেষ,
মায়াকান্না অনেকে কাঁদে,
আদতে কিছু নেই,পচে গেছে মানুষ-দেশ।
শাস্তি পায় না আসামী
দোয়েল-খলিল কেউ,
নপুংসক রাষ্ট্রে ওঠে না
কোন সামষ্টিক ঢেউ।
হাতে হাত ধরি প্রশাসন রাষ্ট্র
ধর্ষণ-নির্যাতন গীত গায়,
সিমি-রুমিরা বাঁচে-
নারীর পুনরাবৃত্ত কান্নায়।

* নারায়ণগঞ্জ চারুকলার ছাত্রী 'সিমিবানু' ছিল আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তার মৃত্যু আজও আমায় তাড়িয়ে বেড়ায়।

প্রলম্বিত স্বপ্নেচ্ছা

এপার ওপার ঠাওর পাওয়া যায় না - এমন একটা মাঠ,
মাঠের মাঝখানে শানবাঁধানো দীঘি,
দীঘির চারপাশে ঘন গাছ,
গাছের পাতার ফাঁকে উঁকিঝুঁকি চাঁদ,
চাঁদের হাতে তারা ধরা ঝিকিমিকি- ঝিকিমিকি জলে
হালকা আঁধারে গা ডুবিয়ে, দীঘিতে পা চুবিয়ে
আধশোয়া আমি দিগ্বিদিক জেগে..
এমন স্বপ্ন বছরের পর বছর দেখছি ।
ঋতু অনুযায়ী স্বপ্নের রং বদলায়, কখনো কুয়াশা আসে,
বাউলা বাতাসে চুল উড়িয়ে
শরীর ছেড়ে বসে থাকি কিংবা ডুব - সাঁতার;
সব,স-ও-ব হয়,শুধু ঘাটে আমার পাশটা
বরাবরের মতো ফাঁকা,
সেখানে ছবিহীন ক্যানভাস আজও রাখা ।

অনন্ত নরক

বুকের ফুটপাথে তুলে
হাইহিলের খট্‌খট্ খটাখট্ শব্দ
সে আসবে না কখনো এই খিড়কি পথে;
তার জন্যে সাজায় আজ কোন রাজকুমার
রাজপ্রাসাদের সিংহদুয়ার ।
সেই আলোকসজ্জায় শহর ভেসে যায়,
শুধু এক ভিখারীর কুটিরে
লোডশেডিং এর আশঙ্কায়
ইচ্ছে বিদ্যুতের শিখার মতো
কেঁপে উঠে হারিয়ে যায় ।
রট্ আয়রনের মডার্ণ ফার্নিচারে শৈবালবিছানা,
শালতমালের ছায়া চাপা পড়ে, মৃত্যু অপেক্ষায় ।
অস্পষ্ট চোখে ভিখারী চেয়ে
চিতাগ্নির দিকে অপলক,
পৌষরাতের শেষে ফাগুনের ঝড়ো হাওয়া,
শ্মশান শিঙায় ফুঁ দিয়ে বলে,
'ভুল ভালোবাসার মানে অনন্ত নরক' ।

আত্মকথন

ফিলামেন্টবিহীন বাল্বের মতো ঝুলে আছি,
সুইচে চাপ পড়লে বুঝা যায় -
'যা শ্ শালা, বাল্বটা ফিউজ'।
টের পাই চারপাশে জমে যাচ্ছে কাঙ্ক্ষিত
অনাকাঙ্ক্ষিত Huge Dues.
কী করা উচিৎ তা নিয়ে Totally Confused.
শেষ পর্যন্ত বেছে নেই সহজপন্থা-
আপাদ-মস্তক অজ্ঞানের উদাসীনতা,
যাকে অনেকেই ভুল করে ভাবে,-
'আহা, মেয়েটার সরলতা!'

মুখ ও মুখোশ

কী করলে নষ্ট হয়ে যাওয়া হয় তা জানলে
ঈশ্বরের দিব্যি ভ্রষ্ট হতাম।
হয়ে এই সমাজের বাইরে কাটাতাম
জীবনের বাকীটা সময়।
লুকিয়ে মদ খেয়েছি, টেনেছি সিগারেট,
গাঁজা-ডাইল..কি খাইনি! শত পুরুষের
হাত ধরে হেঁটেছি, তবু ছুঁড়ে ফেলেনি আমায়
তথাকথিত সভ্য সমাজ।
কারণ আমার মূল্যবান মুখোশ ছিল,
আছে, হযতো বা থাকবে ;
অনেকটা সময় করে ফেলে পার
আমি বুঝেছি সব মুছে যাবে, যদি থাকে
সবাইকে ধোঁকা দেবার মতো মুখোশ তোমার।
মুখোশই ধ্রুব কারণ সত্যে দারুণ ক্ষার -
তা মেনে নেবার ক্ষমতা নেই
সমাজের কারও কারও বা সবার।

তাই জয়তু মুখোশ,
'নষ্ট' হওয়া আর হবে না,
আড়ালে হাসে আমার সত্য সত্তার প্রকাশ।

My Best Friend's Wedding

গর্ভের পানি ভাঙ্গার মতো করে
আমার সব ভাঙছে;
কেউ টের পায় না এই প্রসব বেদনা,
তার দীঘল দেহের শ্যামা তণ্বী মানচিত্র
আর দোলায় না চিত্ত - কেন?
-ঐ দেহে রক্ষিত যে মন,
তাতেই সমর্পিত আমার ছাব্বিশটি বছরের
অভনন্দ- আলো-আঁধার দুঃখ-দহন।
কোন বাঁধই পারছে না
জলের ধারা থামাতে...
জানি না ঈশ্বর থাকবেন কি নভ
এই অনাম্নী সৃষ্টির সাথে !

বাসন্তী রাতে, নগ্নতার সাথে

নগ্নিকা বাতাসে ভাসিয়ে সমগ্র দেহ
পাক খেয়ে নাচে ঘূর্ণিকাকারে
খসে পড়ে চৈতী রাতে দুঃখ-সাজ
যা মানুষেরা দিয়ে যায় প্রত্যহ।
দাঁতের ফাঁকে ঝিকমিক হাসি যেন ধ্রুবতারা,
কুচ একে অন্যেও গায়ে ঢলে বলে-
'এই বেশ ভালো আছি সাথী ছাড়া।'
জঙ্ঘার ঘেরে প্রকৃতি উদ্দাম,
নগ্নিকা সবকিছু ফেলে,
অবহেলে সহস্র মুদ্রা দেখায়
এক আকাশ তারাকে, করে যায় পবনস্নান।

নিজের জন্যে বাঁচা

একাকীত্বের প্রহর প্রয়োজন,
নিজের জন্যে একটু ফাঁক বের করো না,
পিছে থাক সেদিন অন্যান্য আয়োজন।
নিজের মুখোমুখি নিজে হতে হয়
সামান্য সময়ের জন্যে হলেও,
তাহলে জেনে যাবে কেন চলে গেল 'ও'
যে কাল ছিল ভীষণ আপন।
তাই বলি, আজ দূরে থাক
জীবনের অন্যান্য আয়োজন।
মেলো তোমার সাথে তুমি
প্রত্যেকের একান্ত ক্ষণ জরুরী,
নিঃসঙ্গতা নয়, একাকীত্ব খানিক,
মিটিয়ে দিতে পারে অনেক সমস্যা

যাকে তুমি ভাবছো অগ্নিঝুরি।
আজকে এসো বসি বিজনে
তুমি ও তোমার ছায়া পা ছড়িয়ে
নিজেকে ভালোবেসে দাও মন ভরিয়ে।

হে যুবক

দু 'ফোঁটা জল ছিল দু চোখে
তা ও শুষে নিতে পারলে না-
কি দেবে তুমি আমায়, ভালোবেসে?
-সেই চর্বিত চর্বণ ডায়ালগবাজি
' I can die for you!"
তোমার মৃত্যু চায়, Who?
আমি তো না।
বেঁচে থেকে ভালোবাসো
অ'রও অধিক দিন।
বুকের মাঝের বিগবেনে
দাও না পুরে সুরেলা বীণ!
অর্থহীন কথকতার চেয়ে
নীরবতা অনেক অনেক প্রার্থিত;
তোমার সুন্দরে ঢেকে দিতে
পারো না গহীনে থাকা ক্ষত?
সাহসী হও যুবক,
থির পুকুরে তরঙ্গ আনো, দিয়ে দিব
এক জীবনের
ঝিমন্ত সকাল-
রাত্রিবেলা-
কথা দিলাম।

মনে পড়ে

"ঘুমের চেয়ে নামায উত্তম"
বলে যখন মুয়াজ্জিন,
তখনো তোমাকে মনে পড়ে।
নয়টার সংকেত অফিসের ডেস্কে,
তোমার হাসির রেণু বুকে এসে বসে।
সারাদিন জুড়ে ব্যস্ততা-
ফোন-ক্লায়েন্ট, পাঁচটা কি ছয়টায় ছুটি,
বিকেলের কনে দেখা আলোয়
তুমি এসে বলো মনে মনে,
'ফেরো তব ঘরে'-
তোমায় মনে পড়ে।
কাঙ্ক্ষিত বৃষ্টির সুগন্ধীতে, তুমি থাকো মিশে,
তোমার দেয়া অতীত জল হয়ে ঝরে,
তোমাকে মনে পড়ে।

সুদর্শন যুবক আগামীর স্বপ্ন দেখায়,
রাত ঘুমে আমাদের অসমাপ্ত স্বপ্ন
কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে;
শুধু তোমাকেই মনে পড়ে।
বলতো ভুলব স-ও-ব কি করে?

মেয়ে,তোকে বলি...

এবার তবে অবহেলা করা শিখ্ মেয়ে-
পঞ্চ ব্যঞ্জন বহু রাঁধলি,
রাত জেগে ভাত নিয়ে বসে থাকলি;
এলো, খেলো , নাক ডেকে ঘুমালো;
তোকে কি দিলো?
-ভালোবাসার একটা নাম না,
না পিন্ধনে নতুন তবন,
তোর আনা বাড়ি বাড়ি খাটা ভাত,
আয়েশ করে খেলো, তারপর সেদিনই
লবণ কম হওয়ায় সালুনে,
তোরই পিঠে ভাঙ্গলো চেলা কাঠ।
সোয়ামিকে আর কত তোয়াবি!
তুইও একটুসখানি দেখা রোয়াবি।
রাতে হাতের কাছে শরীর দিস না,
কয়েকদিন ঘরে বসে কর্ মৌজ,
দেখবি কেমন লাইনে ফেরে,
দেখ্ না একবার মরদকে অবহেলা করে!

কর্পোরেট কালচার

বহুদিন ধরে লীলুয়া পৃথিবীর প্রকৃতিতে
আমার কোন অংশ নেই।
কর্পোরেট কালচারের যাঁতাকলে দিন রাত নাভিশ্বাস ,
সেখানে মেঘ ঢোকে না, বয় না ঝড়ো বাতাস।
শনি থেকে বৃহস্পতি একই চাল, কিছুতেই
হারানো যাবে না মনোযোগের খেই।
“হ্যালো, স্লামালাইকুম, অমুক ব্যাংক,
তমুক ব্রাঞ্চ...জ্বী বলুন, ওহ্
আপনার OD A/C এর Balance!
Interest Rate, File টা নিয়ে
নীচে আসো তো, মাণিক,
মা-ণি-ক, রং চা..., কফি Without Sugar,
Client”...চক্র চলছে তো চলছেই।
বাহিরে লোহা তাতানো রোদ মিঠে,
বিকেল আর সন্ধ্যার টানাপোড়েন,
File ওঠে কি ওঠে না-

Top management তখনো ফোনে ঘোরেন।
এভাবে প্রতি সপ্তাহের ছ'টা দিন শেষ,
মূল্যবান আয়ু হ্রাস,
গভীর রাতে দী-র্ঘ-শ্বা-স,
বৃষ্টির শব্দে মনে পড়ে এটা ঘোর বর্ষা মাস।
হায়! কর্পোরেট কালচার,
তুমি কেন এত বেশি
সব খাওয়া প্রকট Vulgar?

- আমার কর্মক্ষেত্রের একটা সংক্ষিপ্ত ছবি। মাণিক আমাদের পিয়ন, সারাদিন চা কফি বানাতেই বেচারা প্রাণান্ত।

অভিযোজন

শালিখ-চড়ুই-দোয়েল খুঁটে খায়,
প্রাণহীন কাকতাড়ুয়া সেটাও পেয়ে যায়
নিজেকে রাখার জন্যে কোন না কোন স্থান;
মানবিক আমি অমানবিক প্রান্তরে
যেদিকে তাকাই শ্মশান, বিরান।
"আপনি কারও নন, তুমি তার নয়,
তুইও নোস্ আমার কেউ "-
এটাই নাকি ইদানীংকালে
আধুনিকতার নতুন সংজ্ঞা,
কেউ মরলেও চোখে আসা নিষেধ জলজ ঢেউ।
নিজেকে নিয়ে শূন্যে ভেসে বেড়াই,
এ মনকে দিতে পারি না
শ্রান্তি - বিলাসের এতটুকু ঠাঁই।
বাঁ হাতের চেটোতে চোখ মুছে,
আমিও আধুনিক হয়ে যাই।
(অথচ গতকালই মারা গেল
প্রিয় বন্ধুর বড় ভাই)
বসের ব্রেইনলেস জোকস্ শুনে
হাসার ভাণে লুটোপুটি খাই।
হাত দিয়ে দেখি মেরুদন্ডটা কেমন তলতলে,
ঠিক জায়গা মতো নাই।
এবার বোধকরি মডার্ন হতে
খুব একটা বাকী-নাই, নাই।

বৃষ্টি হোক আজ

আজ তবে বৃষ্টি হোক,
মেঘ জমে জমে আঁধার,
আঁধার ছুঁয়ে জল নামুক দিগন্তজুড়ে;
কাল তো রোদ হয়েছে ব্যাপক,
স্যাঁতলা পড়া মন
ঢের শুকিয়েছ চড়চড়ে রোদ্দুরে।
একটু ব্যতিক্রম হলোই বা আজ,
তোমার চিরসুখী মন দেখলো
আমার বা অন্য কারও
মেঘমল্লারে গাওয়া গান।
মাঝে মাঝে সুখ না সরলে
দুঃখটা তেমন ধরা দেয় না-
আমি তোমার সব নিলাম।
তুমি কেবল আমার
আজকের মেঘজমাট আকাশটা নাও,
জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে এই দীর্ঘ বাঁচার ভার
একদিনের জন্যেই না হয় কমাও।

নৈমিত্তিক পরাজয়

সারাটা সকাল নাটাই -সুতো- ঘুড়ি
এক করতে চেয়েছি,
কাজের ফাঁকে ফাঁকে পুরো দিন,
এসব না জুড়তে পারলে
তোমার আমার ভোকাট্টা খেলাটা
কখনো হবে না, খুব ভালো করে জানি।
দিনশেষে দেখলাম বরাবরের মতো নিজস্ব ব্যর্থতা-
চোখের সামনে দিয়ে বিগত যৌবনা নারী
অদ্ভূতবেশে ছুটে যায়, ছুঁড়ি হবার অকৃত্রিম কাঙ্ক্ষায় ।
আমার সবটা ছড়িয়ে বিস্রস্ত সুতো,
ভাঙ্গা নাটাই আর পোকায় খাওয়া ঘুড়ি-
গুছোতে গুছোতে সমাপ্তির রেখা,
ঝড় হ্যাঁচকা টানে সত্তা নাড়িয়ে বলে -
'আজও মিস্ করলি, পেলি না সুবর্ণ যুবকের দেখা!'
আমি মিয়ানো মুড়ির মতো ক্লান্ত পড়ে রই,
ছুঁড়ি-বুড়ির কদর্য হাসি মন আঙ্গিনায় থই থই।
হায়, নৈমিত্তিক পরাজয়...

ফিরে চাই

ঝলসানো রোদ বিজবিজে ঘাম
ফ্যানের প্রাণপণ ঘোরা
বরফ দেয়া কোক,
আজকের মতোন
সেদিনও ছিল এমন।

গরম ছাপানো আড্ডার বোল,
অকারণ টেবিল ভাঙ্গা গোল,
সেদিন ছিল আজ নেই-
স্মৃতিরা কেবল
আনমনে দিয়ে যায় দোল।

জল প্রত্যাশী উচাটন মন
চেয়ে আকাশ পানে,
বৃষ্টি নামবে কখন;
নামলেই বৃষ্টি,
ফুটবল খেলা জমতো তখন।

এখনো ভাসানো বর্ষা
নামে, চলে ফুটবল চর্চা,
মানুষ ঘটে বদল,
জলে ফোটে অন্য কারো
ছায়া নকশা।

ইচ্ছারা বাস্তবের যাঁতাকলে
চাপ খেয়ে গেল কবে মরে,
শেষমেষ বয়সের দোহাই
দিয়ে ফেলে আসা দিন,
যেতে চাচ্ছি ভুলে...

সরিয়ে এসব পাথর ফলক,
দেখা দিক রোদের ঝলক,
জল প্রত্যাশী মন
চেয়ে থাকুক উচাটন-
আকাশ পানে।

নিষিদ্ধ ইশতেহার

নিষিদ্ধ রাত কাঁদে নিষিদ্ধ পল্লীতে
সৎ পুরুষ সুখ খোঁজে নিষিদ্ধ নারীর দেহতে।
রাে রোতে প্রতি রাতে
সাজে সে কত না সাজে,
দেহটাকে শুকিয়ে মনটা ফাঁকা করে
বিলায় সে সুখ-
তবুও মেয়েটা নষ্টা একদম বাজে।
সৎ পুরুষ দিনের আলোয় হেঁটে যায়,
অচ্ছুৎ নারী নিজেকে নষ্ট ভেবে
একাকী গুমরে কাঁদে হায়।
তারও ছিল ঠিকানা,
ছিল যে দু'চোখে স্বপ্ন বোনা,
স্বপ্নরা ভেঙ্গেচুরে হলো ভুল,
সে-ও আজ মিথ্যে বাগানের ফুল;
নারী পাচার থামে না, এই কালো হাত
এখনো দেয় হানা।
এভাবে নষ্টারা সংখ্যায় বেড়ে যায়,
সৎ পুরুষ সুখ খোঁজে-
নষ্টারা সুখ বিলায়।

ছোট গল্প

ঘাসফড়িঙ বাল্যকালের গল্প বলো-
ঐ তো আর বাচ্চাদের যা হয়
দৌড়ঝাঁপ-ছুটোছুটি, সন্ধ্যায় ঘরে ফেরা,
ঢুলুঢুলু আঁখি আর হাঁটু পর্যন্ত মাখা ধূলো।

বিজবিজ নাক ঘামানো চমকের কৈশোর?-
ঘেরাটোপের প্রাত্যহিকতা, স্কুল,
নিষিদ্ধ উপন্যাস, বাহির থেকে উপড়ে
নিজেকে করার চেষ্টা ঘরোয়া ফুল।

আঠারো বছর বয়স ভয়ংকরের তারুণ্য?-
রবিশংকরের সেতার, চৌরাসিয়ার বাঁশি,
অশারণ হি হি হা হা, সিগারেট, ছাই,
নিয়ম ভাঙ্গার কসরৎ, শেষমেষ 'আপোস'।

সমকাল না চলমান কি যেন বলে এখন?-
চেতনে অচেতনে আত্মকেন্দ্রিকতা আর
জীবিকাযাপনের উলঙ্গ দখল,
এড়ানোর চেষ্টায় বেড়ে যায় অন্তর্গত দহন।

তুলে নিলাম

মৃত্যুগীত শোনাতে পারতাম,
আলেয়ার আঁচে পুড়ে নোট লিখা যেতো
তোমাকে দায়ী করে;
কিছুই না করে আমি শুধু
আমার ভালোবাসাটুকু তুলে নিলাম সন্তর্পণে।

পলায়ন

বরফে পা রেখে পুকুরের জল খুঁজি,
তীব্র শীত ত্বক কেটে ঢুকে যায়
তারপর ফিরে আসে।
আমার বুকে জমাট শৈত্যের তুলনায়
সে ঠান্ডা গ্রীষ্মমন্ডলীয় উষ্ণতা,
এই ভেবে নিজেকে লুকায়।

হারানো দিনের টানে

দূরন্ত ধূলি আঁচলে জড়িয়ে
কত ছুটেছি বেলা-অবেলায়;
এখন ঝাঁ চকচকে
এ.সি লাগানো অফিসে বসেও শরীর টাটায়।
সকালের ভেজা ভেজা ঘাস,
নরম আলো, অনেক প্রতীক্ষার পর
জলসিক্ত মাটির সুবাস,
সবই আজ অজানা-
আমরা শুধু (অ) কাজ করি একটানা।
প্রকৃতি বিচ্যুত দেহে ব্যাকপেইন,
চশমা হাই পাওয়ার,
ঘন ঘন বিউটি পার্লার-মাসাজ-
পা থেকে মাথা পর্যন্ত কৃত্রিমতার উদ্বাহু নাচ।
'মা' মানে শাড়িতে ঢাকা সৌম্য মূর্তি,
মায়ের আঁচলে বেঁধে দিতাম
সারাদিনের ক্লান্তি; সে সব লোপাট-
মাম্মীদের আঁচল খসে, ব্লাউজ লো-কাট।
যতো ছোট কাপড় ততো আধুনিক,
আলাপ মানে 'কিঁউ কি সাস্ ভি কভি বহু থি'
হাজারো সিরিয়াল,
গল্প বলার-শোনার দিন শেষ,
ঘোরে ডিশের চাঁদিয়াল।
বর্ণ শঙ্কর সংস্কৃতি আর জগাখিচুড়ি আত্মপরিচয়,

ভিতরে ভিতরে করে যাচ্ছে গোপন ক্ষয়।
পাথুরে সভ্য মন চিৎকারে বলে 'কেউ কারো নয়'।

অনল গাঁথা

কাঞ্জিভরমটা দারুণ হয়েছে, সাজটা কোথাকার-পার্সোনা?
জব্বর মানিয়েছে, আজকে তোমার বাসর হবে, শেষ হলো কল্পনা।
লাল তুলিতে আমার বুকে আঁকা অগণিত তীর,
মোটেও তারা সরছে না, বাড়ছে বিষের ভীড়।
হতে পারছি না তাল ছাড়া 'দেবদাস', এ সভ্যতার বেড়ি,
সিক্ত মনে করছি আমি তোমার বিয়ের খবরদারি।
নামছে দেখ বর- হুলস্থূল নিয়ে যাবে সাজানো গাড়ি।
হাতে উঠে না তবু নববরকে ফুলে বরণ করি।
মুক্ত বিশ্বে ঔদার্য এই তো আধুনিকতা-
দাগ রেখে চলে যায় ভালোবাসা, রয়ে যায় অনল গাঁথা।

সুখী হবার টিপস্

মেয়েটার চারপাশ লোকারণ্য থাকতো
হয়তো অহেতুক; এককালে
বেস্ট ফ্রেন্ড এন্ড জাস্ট ফ্রেন্ডের বেড়াজালে
কত সময় নাকাল হয়েছে
সে জেনে অথবা না জেনে।
এখন সে শুধু ঘড়ি দেখে আর করে অপেক্ষা,
তার চারদিক ভয় লাগানো – ফাঁ-কা।
বর বন্ধুদের নিয়ে তাস খেলতে বসে যায় ছুটির দিনে;
মেয়েটার বেলা বয়ে যায় কিচেনে।
বরের বন্ধুরা ওর নকল সুহৃদ,
সব বন্ধন ছিঁড়ে নিজেকে একজনের করা-
এটাই না কি সুখী সংসারের ভিত্।
হায় হতোস্মী!

তোমার মতো কেউ পারে না

তোমার মতো কেউ পারে না।
মেঘ বুকে রোদ ঝিলিক ছড়িয়ে দিতে,
মন খারাপের দিনগুলো সব
এক ফুঁয়ে উড়িয়ে নিতে, কেউ পারে না।
দিনের শেষে ক্লান্তি এসে
বসতো যখন শরীর ঘেঁষে,
ঢেকে দিতে তোমার স্পর্শের সবুজ ঘাসে।
তোমার কথায়, তোমার ছোঁয়ায় যে যাদু,

তা সাতটা সমুদ্র, একটা ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে
পেলাম না তো কোথাও খুঁজে।
আবারও তাই বলতে পারি
'তোমার মতো কেউ পারে না'
প্রবল আক্ষেপে দু'চোখ বুঁজে।

মেঘ-কিশোরী

দু'হাতে মুঠোয় রোদ এনেছিলো, দীর্ঘ বর্ষাকে
পেছনে ফেলে এক ফুল্ল কিশোরী,
সেই কতো বছর আগে।
বাসন্তী - রঙা জামদানি শাড়ী পরে.কাজল রঞ্জিত চোখে
অর্ধ-স্ফুট বালিকার কি চেষ্টা তরুণী হবার!
কিশোরী মেঘ বুকে নিয়ে, রোদ ছড়িয়ে
কবেই পূর্ণ নারী হয়েছে,
শুধু আমার মনের টানা বারান্দায়
এখনো প্রতি চৈত্রে বাসন্তী রঙা জামদানি দোল খায় রোদ্দূরে,
বসন্তের ধূলোমাখা হাওয়ায়...

মায়ায়, শরবাণ...

কী, কী, কী পড়েছে চোখে?
এসো ফুঁ দিয়ে দেই।
ঘেমে তো একসা, দোপাট্টায় মুছে নেই।
খর রোদে মুখটা শুকিয়ে আমসি,
এক গ্লাস টক দই...
কী বললে?- লাগবে না!
কেন?- আমি তোমার কেউ নই?!
(দীর্ঘশ্বাসে সত্য মেনে লই)

সচরাচর যা হয়ে থাকে

তুমি তো যাবেই চলে,
যেমন গিয়েছে অপরাপর মানুষ,
পোষা পাখি কিংবা বিড়াল;
তোমারও তেমনি
যাবার কথা ছিল শুরু থেকেই।
বাস যেমন মধ্যবর্তী স্টপেজে থামে
তেমনি থেমেছিলে আমার হৃদয় - চৌকাঠে।
আমি বন্ধ করিনি, সময়ই টেনে দিয়েছে
তোমার মনের কপাট, স- পা- টে।
কারণ এমনটা হওয়াই দস্তুর।

প্রজ্বলন

'আঁধার' ডাকি নিজেকে
যে কখনো আলো চায় না।
অন্ধকারের বালিকা
কৈশোরের সবুজ গামছা মেলে দেয়
আরো গাঢ় কালোতে। ধোঁয়ায়, ধুলোয়,
মদিরায় তারুণ্য-ঘন আলকাতরা। এবার তবে
দাহ হোক, তাতে যদি একটু আলো হয়,
বেশ তো! জ্বালাবার জন্য
সিজনড্ কাঠই শ্রেষ্ঠ। ছাব্বিশ
পেরোনো যে কোন মানুষ ঠিক তাই।